

# ধ্বনি ও বর্ণ, ধ্বনি পরিবর্তন, লিঙ্গ, দ্বিরুক্ত শব্দ, যুক্তবর্ণ

## ১। নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

- (ক) আ \*
- (খ) ই
- (গ) এ
- (ঘ) অ্যা

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি হলো 'আ'।
- 'ই' হলো উচ্চসংবৃত স্বরধ্বনি।
- 'এ' হলো উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি।
- 'অ্যা' হলো নিম্নমধ্য অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি।
- স্বরধ্বনি দুই প্রকার (ক) হ্রস্ব স্বর (খ) দীর্ঘ স্বর।

## ২। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

- (ক) ৭টি \*
- (খ) ৬টি
- (গ) ৮টি
- (ঘ) ৯টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** বাংলা ভাষায় মোট মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। সাধারণত যে স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাই মৌলিক স্বরধ্বনি।

- মৌলিক স্বরধ্বনি গুলো হলো- অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও ।
- বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা - ৩৭ টি ।
- বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ধ্বনি ২৫।
- বাংলা বর্ণমালা যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ দুটি যথা- ঐ, ঔ।

## ৩। নিচের কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?

- (ক) চ, ছ \*
- (খ) ড, ঢ
- (গ) ব, ভ
- (ঘ) দ, ধ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয় বর্ণের ১ম ও ২য় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলা হয়।

- বর্ণের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণকে ঘোষ বর্ণ বলা হয়।
- ড, ঢ, দ, ধ যথাক্রমে ঘোষ বর্ণ।
- ব এবং ভ বর্ণ দুটিও ঘোষ বর্ণ।

- এছাড়াও বর্ণের ১ম ও ৩য় বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণ ও ২য় ও ৪র্থ বর্ণকে মাহপ্রাণ বলা হয়।

## ৪। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কতটি?

- (ক) ১০টি \*
- (খ) ৬টি
- (গ) ৮টি
- (ঘ) ১১টি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** বাংলায় বর্ণমালায় মোট মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি। যার মাঝে ৪টি স্বরবর্ণ ও ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

- মাত্রাহীন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যথাক্রমে- এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ং, ঃ, ঁ।
- বাংলা বর্ণমালা অর্ধমাত্রা বর্ণ মোট ৮টি।
- পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২ টি।

## ৫। 'র' কোন জাতীয় বর্ণ?

- (ক) পার্শ্বিক ধ্বনি
- (খ) তাড়নাজাত ধ্বনি
- (গ) কম্পনজাত ধ্বনি \*
- (ঘ) স্পর্শ ধ্বনি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** 'র' হচ্ছে কম্পনজাত ধ্বনি। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ একাধিক বার দন্তমূলকে আঘাত করার ফলে কম্পন সৃষ্টি হয় বলে একে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়।

- পার্শ্বিক ধ্বনি হলো- ল।
- ড, ঢ কে তাড়নজাত ধ্বনি বলা হয় যা জিহ্বায় উল্টোপিঠ দ্বারা দন্তমূলে আঘাত করে।
- ক-ম পর্যন্ত মোট ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্ঠ ব্যঞ্জন বলা হয়।

## ৬। কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?

- (ক) ইঙ্কুল
- (খ) আইজ \*
- (গ) গেলাস
- (ঘ) টপাটপ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** অপিনিহিতি: পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। এই নিয়মে আজি-আইজ শব্দটির পরের ই কার আগে উচ্চারিত হয়েছে বিধায় এটা অপিনিহিতি।

- ইঙ্কুল হচ্ছে আদি স্বরাগম এর উদাহরণ।
- গেলাস – মধ্যস্বরাগমের উদাহরণ।
- টপটপ-টপাটপ  
ধপধপ – ধপাধপ  
ফটফট – ফটাফট

ইত্যাদি অসমীকরণের উদাহরণ।

#### ৭। শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?

- (ক) স্বরলোপ
- (খ) বিষমীভবন \*
- (গ) অভিশ্রুতি
- (ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি

#### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিষমীভবন: দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।
- স্বরলোপ: উচ্চারণের সুবিধার জন্য আদি, অন্ত, মধ্য কোন স্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে স্বরলোপ বলে। যেমন- অলাবু > লাবু, সুবর্ণ, স্বর্ণ, আজি > আজ।
- ব্যঞ্জনবিকৃতি: শব্দের মধ্যে কোন সময় ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা ইত্যাদি ব্যঞ্জনবিকৃতির উদাহরণ।

#### ৮। বিলাতি > বিলিতি কিসের উদাহরণ?

- (ক) আদি স্বরাগম
- (খ) অন্তস্বরাগম
- (গ) মধ্যগত স্বরসঙ্গতি \*
- (ঘ) ব্যঞ্জনচ্যুতি

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তা মধ্যগত স্বরসঙ্গতি। বিলাতি > বিলিতি মধ্যগত এর উদাহরণ। এরূপ : ভিথিরি , জিলিপি ।

- পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়, এরূপ লোপ পাওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলা হয়। যেমন: বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

#### ৯। দেবর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?

- (ক) নন্দাই
- (খ) ননদ \*
- (গ) ভাবি
- (ঘ) দেবী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** দেবর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে ননদ, ননদিনী ।

- ননদের দুইটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে । যথা – নন্দাই ও দেবর ।
- ভাবী এর পুংলিঙ্গ হলো ভাই। দেব এর স্ত্রী লিঙ্গ হলো দেবী।

#### ১০। নিচের কোন শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না?

- (ক) রাঁধুনি
- (খ) সতীন \*
- (গ) কবি
- (ঘ) নেতা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** সতীন হচ্ছে নিত্যস্ত্রীবাচক শব্দ। এছাড়া আরও কিছু নিত্যস্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে- যেমন- সধবা, বিধবা, সৎমা, সজনী, অঙ্গনা, ললনা, ডাইনি, পেত্নী, শাকচুরী, দাই, এয়ো ইত্যাদি।

- কবি > মহিলা কবি।
- নেতা > নেত্রী।

#### ১১। কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে?

- (ক) ননদ
- (খ) আয়া
- (গ) প্রিয়া
- (ঘ) শিষ্য

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** ননদ শব্দটি দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে। যথা- দেবর ও নন্দাই।

- আয়া শব্দটি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ।
  - প্রিয়া শব্দটির পুরুষলিঙ্গ হলো প্রিয়।
  - শিষ্য এর স্ত্রীবাচক শব্দ হলো- শিষ্যা।
- এছাড়া- দেবর এর দুটো স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে যথা- ননদ, জা ।

#### ১২। 'ঈ' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটির?

- (ক) জেলেনী
- (খ) অনাথিনী
- (গ) ছাত্রী \*
- (ঘ) মেছোনী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** অ এবং আ কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের শেষে 'ঈ' কার যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ করা হয়। যেমন- ছাত্র-ছাত্রী, দেব-দেবী, দাতা-দাত্রী, মামা-মামী ইত্যাদি।

- অনাথিনী শব্দটি অনাথা শব্দের সাথে আকার লোপ পেয়ে ইনী যুক্ত হয়েছে।
- জেলে জেলেনী শব্দটি পুংলিঙ্গের শব্দের শেষে নী প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে।

**১৩। 'রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?**

- (ক) সামান্য
- (খ) আধিক্য \*
- (গ) আতিশয্য
- (ঘ) শূন্য

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** রাশি শব্দটি বিশেষ্য। বিশেষ্য শব্দযুগল যখন বিশেষণরূপে ব্যবহার হয় তখন তার দ্বিরুক্তিতে আধিক্য অর্থ প্রকাশ পায়। রাশি রাশি ধান, ধামা ধামা ধান ইত্যাদি। সামান্যতা বুঝাতে আমি জ্বর জ্বর অনুভব এখানে জ্বর জ্বর দ্বারা সামান্যতা বুঝিয়েছে।

**১৪। নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ?**

- (ক) ধরাধরি \*
- (খ) সরাসরি
- (গ) নিশপিশ
- (ঘ) গরম গরম

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** কোনোকিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতি বিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিরুক্তি বলে। যেমন: ঘেউ ঘেউ, ঝিকিমিকি, গপাগপ, টপাটপ ইত্যাদি।

- সরাসরি হচ্ছে যুগ্মরীতিতে শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন।
- নিশপিশ → ২য় বার ব্যঞ্জন পরিবর্তনের মাধ্যমে।
- গরম, গরম পদের দ্বিরুক্তির উদাহরণ?

**১৫। পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।**

**এখানে 'মিটির মিটির' কোন অর্থে**

**দ্বিরুক্তি?**

- (ক) ভাবের গভীরতা
- (খ) বিশেষণ বোঝাতে \*
- (গ) সামান্যতা
- (ঘ) অনুভূমি বোঝাতে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** মিটির মিটির শব্দটি দ্বারা বিশেষণকে বুঝিয়েছে।

**ভাবের গভীরতা:** তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল।

**সামান্যতা:** আমি জ্বর জ্বর অনুভব করছি।

**অনুভূমি:** ভয়ে গা ছমছম করছে।

**১৬। পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।**

**এখানে 'পাতায় পাতায়' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?**

- (ক) ধারাবাহিকতা \*
- (খ) নির্দিষ্টতা
- (গ) আধিক্য
- (ঘ) পৌনঃপুনিকতা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** পাতায় পাতায় যেহেতু শিশির ধারাবাহিকভাবে অবিরত চলতেই থাকে তাই এটা পরস্পররতা বা ধারাবাহিকতাকে বুঝানো হয়েছে।

**আধিক্য:** ভাল ভাল আম নিয়ে আসো।

ছোট ছোট ডাল কেটে ফেলো।

**পৌনঃপুনিকতা:** ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছে।

বারবার সে কামান গর্জে উঠল।

**১৭। কোনটি হাড়ে হাড়ে শয়তান। কী অর্থে বাক্যটিতে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে?**

- (ক) সতর্কতা
- (খ) শারীরিক গঠন
- (গ) ভাবের প্রগাঢ়তা
- (ঘ) আধিক্য \*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** হাড়ে হাড়ে শয়তান বলতে আধিক্য বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে ব্যক্তির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাড়ে হাড়ে আক্ষরিক অর্থে পুরোপুরি বুঝানো হয়েছে।

**১৮। ঋ যুক্ত বর্ণটি ভাঙ্গলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?**

- (ক) ষ + ণ \*
- (খ) ষ + ঞ
- (গ) ঞ + ষ
- (ঘ) ষ + ঙ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- 'ষ + ণ' বর্ণের সমন্বয়ে 'ঋ' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জনটিতে ষ - এর উচ্চারণ হলন্ত এবং ণ - এর উচ্চারণ স্বরান্ত হয়। যেমন - কৃষ্ণ (কৃশনো), তৃষ্ণা (তৃশনা) ইত্যাদি।

- কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ হলো -  
ঞ + চ = ঞ্চ, জ + ঞ = জ্ঞ, ঞ + জ = ঞ্জ, ঞ + ছ = ঞ্ছ ইত্যাদি।

১৯। 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে?

- (ক) খ + থ
- (খ) ম + হ
- (গ) ক + ম
- (ঘ) ক + ষ \*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ক+ষ' বর্ণের সমন্বয়ে 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে। শব্দের আদিতে 'ক্ষ' (খিয়ো) এর উচ্চারণ খ-এর মতো। তবে শব্দের মধ্যে বা অন্ত্যে অবস্থিত 'ক্ষ' এর উচ্চারণ 'কৃথ'-এর মতো হয়। যেমন- ক্ষমা (খমা), অক্ষর (ওকখোর) ইত্যাদি।

২০। জ্ঞ যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

- (ক) ঞ্ + ন
- (খ) জ্ + ণ
- (গ) ঞ্ + জ \*
- (ঘ) ন্ + জ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ঞ + জ' বর্ণের সমন্বয়ে 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণটি সৃষ্টি হয়েছে। 'ঞ' এর উচ্চারণ সানুনাসিক কিন্তু 'বর্গীয় জ'-এর সাথে যুক্ত হলে উচ্চারণ 'গঁ' বা 'গগঁ' এর মতো হয়। শব্দের শুরুতে 'গঁ' এবং মধ্যে বা শেষে 'গগঁ' উচ্চারিত হয়। যেমন- জ্ঞান (গ্যান), অজ্ঞ (অগগোঁ) ইত্যাদি।